Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 71-75
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বুনাকারদের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনচর্যা ও রাজনৈতিক ব্যবহার: একটি বিশ্লেষণ

শ্রুতিলেখা প্রামানিক
অংশকালীন অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ভট্টর মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

The traditional Cotton weaving still survives in Odisha. Generation-old family tradition of silk weaving still continues through cooperatives at Mankidia village of Balasore district in Odisha. Though a number of people in this village have more or less amount of agriculture land, still they depend on the subsidiary income from weaving. But their socio economic condition is not sound and they are struggling to survive in the age of completion. Different sets of yarns or threads are now produced, hence the traditional methods of knitting, crocheting, felting, and braiding or plaiting are faded in the eyes of modern man. The weavers of this village are supported by the govt. of Odisha in different schemes and they are accepting and appreciating the different schemes of Odisha Govt., but they are weak in marketing their products which need a holistic approach to reach at large. This study will focus on the socio economic status and political awareness of Weavers in the Mankidia village and it to highlight the problems behind their development and empowerment.

বালেশ্বর জেলার জলেশ্বর ব্লক অন্তর্গত মাঙ্কড়িয়া গ্রাম একটি ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষি ভিত্তিক গ্রাম। মাঙ্কড়িয়া গ্রামটি ২১ .৯২৬৩ ডিগ্রী নর্থ অখ্যান্স ও ৮৭ .২৪৪৪ ডিগ্রী ইস্ট দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ২০১১ সালের জন সংখ্যার হিসাব অনুসারে এই গ্রামের জনসংখ্যা ২৬৭৮ জন। গ্রামটি বালেশ্বর জেলার প্রান্তিক অংশের ও পশ্চিমবঙ্গের সন্নিকটস্থ মধ্যম অঞ্চল। বালেশ্বর জেলার মুখ্য কার্যালয় থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার। এই গ্রামের পুরুষ ও মহিলাদের জনসংখ্যা যথাক্রমে ১৪১১ ও ১২৬৭। এই গ্রামের তপশীল জাতি ও উপজাতির সংখ্যা খুবই নগণ্য। সর্বাধিক মানুষ একটি ক্ষুদ্র তসর বুনা শিল্পের ওপরে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করেন ,এছাড়াও অনেক মানুষ কৃষি কাজের উপর নির্ভর করেন। যারা শ্রমিক হিসাবে কৃষি এবং অন্যান্য কাজে যুক্ত তারা বছরে 3 থেকে ৬ মাস পর্যন্ত কাজের সুযোগ পায়,অন্য দিনগুলোতে বেরোজগারি ভাবে থাকেন। সুতরাং এই উপরোক্ত বিষয়গুলিকে অনুধ্যান করলে মনে হয় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মূলতঃ তসর শিল্প ও কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে।

শিক্ষা : ২০১১ জনসংখ্যা রিপোর্ট অনুযায়ী মাঙ্কড়িয়া গ্রামের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১৯৬০ জন স্বাক্ষর,তার মধ্যে স্বাক্ষর পুরুষ ১১৪২ ও মহিলা ৮১৮ জন মোট জনসংখ্যার ৭১৮ জন নিরক্ষর, তার মধ্যে পুরুষ ২৬৯ ও মহিলা নিরক্ষরের সংখ্যা ৪৪৯ জন। মাঙ্কড়িয়া গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি প্রাইমারি একটি মিডল স্কুল আছে।

এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি সেকেন্ডারি স্কুল ও ৫ কিলোমিটারের মধ্যে একটি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল আছে। এক কিলোমিটারের মধ্যে ওলমারা সীমান্ত মহাবিদ্যালয় আছে।

দশ কিলোমিটার এর বাইরে কলেজ অফ আর্টস সাইন্স এন্ড কমার্স (এ.এস.সি) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফকির মোহন মেডিক্যাল কলেজ, বালেশ্বর থেকে ৮০ কিলোমিটার এর মধ্যে অবস্থিত। ১০ কিলোমিটার এর বাইরে ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট (এম.আই), পলিটেকনিক, ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুল, আই টি আই ট্রেনিং সেন্টার, ননফর্মাল ট্রেনিং সেন্টার (NFTC) এখানে আছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা: গ্রামের স্বাস্থ্যপরিসেবার জন্য পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে প্রাইমারি হেলথ সাব সেন্টার (PHS) আছে। ৫ থেকে ১০ কিলোমিটারের এর মধ্যে মেটারনিটি এন্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার (MCW), ডিসপেনসারি, ভেটেনারি হসপিটাল (VH), ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সেন্টার (FWC) আছে, তাছাড়া দশ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বে স্পেশাল স্কুল ফর ডিসাবিলিটি (SSD), কমিউনিটি হেলথ সেন্টার (CHC), প্রাইমারি হেলথ সেন্টার (PHC), টিবি ক্লিনিক (TBC), হসপিটাল হেলথ ক্লিনিক পরিষেবা আছে। হাসপাতাল এলোপ্যাথিক (HA), হাসপাতাল অল্টারনেটিভ মেডিসিন (HQ), মোবাইল হেলথ ক্লিনিক (MHC) আছে।

এ সমস্ত ব্যবস্থা সত্বেও স্বাস্থ্যপরিসেবা তেমন উন্নত নয়,কারণ এখানে এমবিবিএস ডিগ্রিধারী মেডিকেল প্রাকটিশনার, মেডিকেল প্রাকটিশনার উইথ আদার ডিগ্রি, দীর্ঘদিনের বিশ্বাসী Traditional Practitioner, ঔষধ দোকান ইত্যাদির সুবিধা নেই ও দশ কিলোমিটারের থেকে বেশি দুরুত্ব একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

কৃষি ও জলসেচন: ২০১১ সালের জনসংখ্যা রিপোর্ট অনুসারে মাঙ্কড়িয়া গ্রামের মোট জনসংখ্যার ১৪১০ জন কর্মী আছেন তার মধ্যে যথাক্রমে পুরুষ ৮৭২ ও মহিলা ৫৩৮, এদের মধ্যে প্রধান কর্মী বা মেন ওয়ার্কার ৮০২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭৭২ ও মহিলা ৩০ জন, এদের বেশির ভাগ কর্মীই প্রধানত কৃষি কাজের সাথে যুক্ত যা মোট সংখ্যার ১৯০ জন এর মধ্যে পুরুষ ১৮৯ ও মহিলা একজন। কৃষি কাজে শ্রমিক লেবার হিসাবে ৬৬ জন কাজ করেন তার মধ্যে পুরুষ ৬৫ ও মহিলার সংখ্যা এক।

কৃষি কাজের জন্য পর্যাপ্ত জল সরবরাহ প্রয়োজন,৫ কিলোমিটার বা ৫ থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে সরকারি জলাধার পুকুর আছে যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তবে ব্যক্তিগত জলসেচের ব্যবস্থা কারো কারো আছে তাও পর্যাপ্ত নয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : গ্রামের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যমের উপায় হল সড়ক পথ। পাকা ও কাঁচা দুই রকম সড়ক পথ আছে। বাস সার্ভিস যোগাযোগ তা প্রাইভেট এবং পাবলিক উভয় প্রকার সুযোগ আছে, অটো, ট্রাক্টর, সাইকেল ইঞ্জিন রিক্সা,গরুর গাড়ি ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ জনগণ তাদের যোগাযোগ রক্ষা করেন। গ্রাম থেকে ১০ কিমি বেশি দূরত্বে রাজ্য সড়ক পথ, (Major District Road),জেলার অন্যান্য সড়ক পথ ও আছে। সড়কপথ ছাড়াও নদীপথে যোগাযোগ করে থাকেন মাঙ্কড়িয়া গ্রামটি মোবাইল ফোন কাভারেজ ও কুরিয়ারের সুবন্দোবস্ত আছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য: এই অঞ্চলের বেশির ভাগের অল্প বিস্তর কৃষি জমি আছে কিন্তু তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেকজন করেন। এখানে মূলত তসর বোনার কাজে অনেকে যুক্ত থাকায় তসরের বস্ত্র বিপণন করে থাকেন, তা ছাড়াও অনেকে ছোটখাটো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবসা করেন। সাপ্তাহিক হাট হয়, সেখানে মানুষজন তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করেন, তাছাড়া রেগুলার মার্কেট পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে আছে। পাঁচ থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটির সুযোগ আছে। ওরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের সঠিক মূল্য অনেক সময়ে পাননা। যারা তসরের বস্ত্র বোনার কাজে যুক্ত তারা তাদের উৎপাদিত তসরের বস্ত্র-গুলি ও কোঅপারেটিভ সোসাইটি এর মাধ্যমে বাজারজাত করে থাকেন।

স্বয়ং সহায়ক গোষ্ঠী: এই গ্রামে স্ব সহায়ক গোষ্ঠী বর্তমান যার মাধ্যমে গ্রামবাসীরা বিশেষ করে মহিলারা বিভিন্ন রকম কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন।এখানে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ টি সেল্ফ হেল্প গ্রুপ আছে।

শিশু ও মহিলা বিকাশ : গ্রামের শিশু ও মহিলা বিকাশের জন্য সরকারিভাবে নানান ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড স্কিমের মধ্যে নিউট্রিশনাল সেন্টার এবং অন্যান্য নিউট্রিশনাল সেন্টার,চারটি অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টার,পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া একটি প্রাইমারি স্কুল আছে। মহিলাদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য জননী সুরক্ষা যোজনা ও হেলথ চেকআপ এর ব্যবস্থা। প্রসবকালীন ভর্তুকি, আশা কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ দেন, তাছাড়া মহিলারা এখানে অনেক বেশি সংখ্যায় কর্মে যুক্ত বুনার কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা যেমন সুতো কাটা, রং করা ইত্যাদি সাথে জড়িত। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের বিকাশের ভূমিকা এস এস গ্রুপ ত্বরান্বিত করেছে। কোঅপারেটিভ সোসাইটি স্বনির্ভরতার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়।

সরকারি বিভিন্ন যোজনা: সরকারি বিভিন্ন যোজনার আওতায় এই গ্রাম। মধুবাবু পেনশন যোজনা অর্থাৎ শারীরিক অক্ষম মহিলা ও পুরুষ এর আওতায়, শক্তি যোজনা মহিলা এবং শিশুদের উন্নয়নের জন্য ১১ থেকে ১৮ বছর মেয়েদের উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, স্বনির্ভর নাগরিক করে,মহিলাদের গড়ে তোলাই এর লক্ষ্য।

বিজু কৃষক কল্যান যোজনা, বিজু কৃষক স্বাস্থ্য যোজনা গুরুত্বপূর্ণ স্কিম কৃষক স্বাস্থ্য যোজনা অনুসারে সাড়ে তিন কোটি লোককে অর্থাৎ পুরুষদের স্বাস্থ্যের জন্য পাঁচ লাখ টাকা অব্দি ইন্সুরেন্স, মহিলাদের ৭ লাখ টাকা অব্দি ইন্সুরেন্স দেওয়া হয়। হরিশচন্দ্র স্কিম আছে যার ফলে বিনা মূল্যে ডেড বডি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা বাড়িতে আছে।

২০১৮ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি খুশি স্কিম অনুসারে ক্লাস ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অবধি ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন এর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও বুনাকার কোঅপারেটিভ সোসাইটি বুনাকার শ্রেনিদের উন্নয়নে বিভিন্ন যোজনার সুযোগ দেয় যেমন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Work-shed Cum Housing Scheme। ২০০৮ থেকে ২০০৯ সালে প্রত্যেক ব্যক্তি ২৫ হাজার টাকা করে ১৯ জন সদস্য এ ভাবেই ২০১১ থেকে ২০১২ সাল মাথা পিছু ৪৫ হাজার টাকা করে ২৫ জন সদস্য পান ,২০১২ থেকে ২০১৩ সালে মাথা পিছু ৪৫০০০ করে ১৮ জন সদস্য এর আওতায় আসেন। ২০১৩ থেকে ২০১৪ সালে ৭০ হাজার করে ১২ জন সদস্য ও ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালে মাথা পিছু ৭০ হাজার করে ৫ জন সদস্য এবং সবশেষে ২০১৭ থেকে ২০১৮ সালে মাথা পিছু এক লাখ কুড়ি হাজার করে তিন জন সদস্য স্কিমের আওতায় আসেন। এছাড়াও কোপেরাটিভ সোসাইটির যতজন সদস্য আছেন সোলার লণ্ঠন আর বুনার জন্য বিভিন্ন এসেসরিজ, POHI Concretisation অর্থাৎ যেখানে তসর বুনার কাজটি করে থাকেন সেই জায়গাটিকে সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে সাত হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে, এছাড়া কম সুদে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা তো আছেই,তাই কো অপারেটিভ এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধান জীবিকা: জীবিকা প্রধানত তাঁত বোনা, তাছাড়া সুতো তৈরি করে বাইরে বিক্রি করে, অনেকে কৃষি কাজ করে, তাছাড়া ছোটখাটো ব্যবসা করে থাকেন। পরিবারে প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যরা কোন না কোন কাজ করে থাকেন।

বার্ধক্য পেনশন, বিধবা ভাতা এগুলো পেয়ে থাকেন। ৩০-৪০ টি সেল্ফ হেল্প গ্রুপ আছে।গরু ছাগল পালন করে প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারে,এখানের বেশিরভাগ লোকই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর আওতায়।

মাকড়িআর পুলিশ স্টেশনের দূরত্ব এক কিলোমিটার। কোন সমস্যায় পড়লে পুলিশ স্টেশনের দ্বারস্থ হয়, সেখানে তারা জাস্টিস পায় বলে তাদের দাবি।

এই অঞ্চলে বুনাকার জাতিদের মধ্যে জাতিগত প্রতিবন্ধকতা আছে। ওই জাতির ছেলেমেয়েদের বৈবাহিক সম্পর্ক অন্ত জাতের মধ্যেই হয়।

শিক্ষিত অঞ্চল হওয়ায় তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত পদে বর্তমান।

রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা: মাঙ্কড়িয়ার ৬ টি ওয়ার্ড, কুমারপুরের পাঁচটি ওয়ার্ড, গোপাল প্রসাদের একটি ওয়ার্ড নিয়ে মাঙ্কড়িয়া পঞ্চায়েত গঠিত। বেশির ভাগ সাধারণ জনতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় নয়, তারা নির্বাচন শেষ হবার পর নিজেদের বুনা কাজে ব্যস্ত থাকেন,এখানে কোনো রাজনৈতিক হিংসা পরিদৃষ্ট হয়না ,সুতরাং পঞ্চায়েত পরিচালনা ক্ষেত্রে তারা নিরপেক্ষ ভাবে নিজেদের মতামত দেন,কিন্তু উচ্চ শিক্ষার অভাব ও সক্রিয় রাজনীতিতে সর্বাধিক মানুষের অংশগ্রহনের অভাবে তারা বুনাকার ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তবে মহিলা অংশগ্রহন তেমন নেই। যে আসনগুলো সংরক্ষিত আসন সেই আসনগুলো ছাড়া সাধারন আসনে মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো নয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা : প্রথম সমস্যা হল উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারিকরণ। বুনাকার জাতির লোকেরা যে পরিমাণে বস্ত্র বুনে বা যে মানের কাজ করছে তার সঠিক বাজারিকরণ হচ্ছে না বা উৎপাদিত দ্রব্য গুলি বাজারজাত না হওয়ায় সঠিক মূল্য তারা পাচ্ছেন না।

মহাজন সমস্যা : বাজারজাত সঠিকভাবে করার ব্যবস্থা না থাকার জন্য বাইরে থেকে মহাজনরা ওই বস্ত্রগুলো ক্রয় করে। অনেক সময় বা বেশিরভাগ সময় তারা সেই দ্রব্য গুলির সঠিক দাম দেন না তা সত্ত্বেও তাদেরকে বিক্রি করা ছাড়া উপায় থাকে না।

স্বচ্ছতা: বস্ত্র তৈরি করা ও তাকে সঠিক বাজারি করনের জন্য পুরো ব্যবস্থাটির মধ্যে স্বচ্ছতা প্রয়োজন, তা সঠিকভাবে হচ্ছে না।এর ফলে বুনাকারেরা কাজের আগ্রহ হারাচ্ছেন।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার: বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের যুগ। এই বাজারে টিকে থাকার জন্য আধুনিক ডিজাইন বা নকশা দরকার, যা উপভোক্তা আগ্রহের সাথে কিনবে। তা তাদের কাছে নেই বা সঠিক প্রশিক্ষণ তারা পাচ্ছেন না।

পঞ্চমত তাদের সব থেকে বড় সমস্যা হল সঠিক বা উপযুক্ত পারিশ্রমিক, যা তারা পাচ্ছেন না ,উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়ায় এই কাজ থেকে তারা আগ্রহ হারাচ্ছে ,অন্য কাজে চলে যাচ্ছে ভালো রোজগারের আশায়। আগে ওই অঞ্চলে ৬০০ থেকে ৭০০ পরিবারের কাপড় বোনার কাজ হতো বর্তমানে তা কমে মাত্র ১০০ পরিবারের এই কাপড় বোনার কাজ হয়।

মাঙ্কড়িয়া বস্ত্র শিল্প তার আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছে, সুতরাং এই গ্রামের বুনাকারদের বিকাশের জন্য প্রথমে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দরকার , বিশেষতঃ মহিলাদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা প্রয়োজন অন্যথা বিভিন্ন প্রকার সরকারি যোজনা এই গোষ্ঠীর মানুষের জন্য অর্থ হীন হয়েযাবে।

তথ্যসূত্র :

1. District Statistical Hand Book, Balasore,Odisha
2. Report of **Olamara Service Coop. Society Ltd.** Mankidia,Balasore
3. Census Report 2011, Govt. of India
4. Primary Survey by the Scholar with questionnaire
5. Information Brochure of Citizen's Charter Weavers' Service Centre, Bhubaneswar

6. The Times of India. Retrieved 5 January 2019, Biju Sishu Surakshya Yojana to nurture orphan kids - Times of India".
7. *"Naveen Patnaik launches health scheme in rain-hit Independence Day programme". The Economic Times. 15 August 2018.*
8. https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/National-Handlooms-Day-Odisha-govt-launches-scheme-for-weavers/articleshow/53587207.cms
9. https://archive.india.gov.in/citizen/health/viewscheme.php?schemeid=1080
10. http://www.nrhmorissa.gov.in/writereaddata/Upload/Documents/38.%20OHSNP%202008%202015%20LEARNING%20AND%20OPTIONS%20FOR%20FUTURE%20POLICY%20AND%20STRATEGY.pdf